দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

সময়মত বই ছাপা নিয়ে শঙ্কা

■ নিজামুল হক

বিনামূল্যের পাঠ্যবই নিয়ে নতুন করে সংকট তৈরি হচ্ছে। একদিকে মূল্য বৃদ্ধিতে কাগজ সরবরাহে ধীরগতি, অন্যদিকে কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) থেকে চাহিদা অনুযায়ী কাগজ সরবরাহে ব্যর্থতার কারণে যথাসময়ে সব বই পৌঁছে দেয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রেস মালিকরা পড়ছেন বিপাকে। একাধিক প্রেস মালিক জানিয়েছেন, প্রতি টন কাগজে তাদের গুণতে হবে বাড়তি ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। কাগজের বাড়তি মূল্য না দেয়ায় মিল মালিকরা কাগজ সরবরাহ করছে না। ফলে বই ছাপতে বিলম্ব হচ্ছে।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ

প্রেস মালিকরা জানিয়েছেন, দরপত্র দাখিলের আগে কাগজের মূল্য সম্পর্কে মিল মালিকদের দেয়া ধারণা অনুযায়ী দরপত্র দাখিল করা হয়েছিল। গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ায় এখন প্রতি টন কাগজে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা বেশি দাবি করছে। দাম বৃদ্ধির অযুহাত তুলে কাগজ সরবরাহ অনেকটা বন্ধ করে দিয়েছে মিল মালিকরা। যার কারণে বই ছাপার গতি কমে গেছে।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি রব্বানী জব্বার বলেন, কাগজের মূল্যের পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য খরচও বেড়েছে। বিদ্যুতের দাম বাড়ায় প্রেসেও খরচ বেড়েছে। সব মিলে আমাদের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়তি খরচ হবে।

মুদ্রণ শিল্প সমিতির এই নেতা বলেন, 'আমরা চাইছি যথাসময়ে বই পৌঁছে দিতে; কিন্তু এভাবে সর্বজনীন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির দায় তো আমরা একা নিতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা এনসিটিবিকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি অবহিত করবো। আমরা দরপত্রে উল্লেখিত দরের চেয়ে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি তুলবো।'

কাগজের মূল্য বৃদ্ধিতে ততটা শঙ্কায় নেই এনসিটিবি। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল ইত্তেফাককে বলেন, কাগজের মূল্য বেড়েছে এটা শুনেছি; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই। এছাড়া এ বিষয়ে লিখিত কোনো অভিযোগও পাইনি।

বিনামূল্যের বইয়ের দায়িত্বে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে এখনো ৩৪৭ টন কাগজ পাওয়া যায়নি। অথচ তাদের এই কাগজ দেয়ার কথা ছিল গত ৩০ জুন। যে ধীরগতিতে কেপিএম থেকে কাগজ সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে ৪০ লাখ মাদ্রাসার বই যথাসময়ে ছাপা সম্ভব হবে না। এ নিয়ে সংশয়ে আছে এনসিটিবি। এনসিটিবির ওই কর্মকর্তা বলেন, আমরা যথাসময়ে কাগজ দিতে না পারলে প্রেস মালিকরাও ধীরগতিতে বই ছাপবে। যথাসময়ে ছাপার শর্ত না মানার কারণে প্রেস মালিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।

এনসিটিবির বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভূঁইয়া জানান, গতকাল পর্যন্ত মাধ্যমিকের ৯৪ শতাংশ, প্রাথমিকের ৩৯ শতাংশ এবং মাদ্রাসার ৯৪ শতাংশ বই উপজেলা সদর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তথ্য অনুযায়ী, মাধ্যমিকের বই নিয়ে সংকট না হলে শেষ সময়ে এসে প্রাথমিক ও মাদ্রাসার বই নিয়ে সংকট তৈরি হতে পারে।

আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাক প্রাথমিকে ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার ৩৭৩ শিক্ষার্থীর জন্য ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২টি বই, প্রাথমিকের ২ কোটি ৪৫ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ১০ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৭টি বই এবং মাধ্যমিকের ১ কোটি ১২ লাখ ৩৬ হাজার ১৮ শিক্ষার্থীর জন্য ১৬ কোটি ৩০ লাখ ৪ হাজার ৩৭৩টি বই ছাপা হচ্ছে। সব মিলে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য বই ছাপা হবে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০টি। মোট ৭৭৪টি লটে এ বই ছাপা হচ্ছে।